০৬-০৪-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে দেবী দেবতা কুলের, তোমাদের এখন পূজ্য থেকে পূজারী হতে হবে, তাই বাবা এসেছেন তোমাদের সেই ভক্তির ফল দিতে" ।

প্রশ্ন :- দেহের সঙ্গে সঙ্গে দেহের সর্ব সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধিযোগ মুক্ত করার সহজ বিধি কি ?

উত্তর :- "আমার তো এক শিব বাবার, দ্বিতীয় আর কেউ নয়" এই পাঠ মনের মধ্যে পাকা করো । বাবা তোমাদের বলেন বাচ্চারা, দেহ আর দেহ সম্বন্ধীয় সমস্ত সম্পর্কই হল দুঃখ প্রদায়ী । তোমরা আমাকে যদি তোমাদের সন্তান বানাও তাহলে আমি তোমাদের এতো সেবা করবো যে ২১ জন্ম তোমরা সদা সুখী থাকবে । যদি উত্তরাধিকারী করো তাহলে বর্সা বা সম্পত্তির অধিকারী করবো। যদি আমাকে তোমাদের সাজন (প্রিয়তম) বানাও তাহলে তোমাদের সুন্দর করে সাজিয়ে(শৃঙ্গার করে) স্বর্গের মাহারানীর আসনে বসাবো । যদি আমাকে ভাই বা সখা বানাও তাহলে তোমার সাথে খেলা করবো । তোমরা যদি আমার সাথে সর্ব সম্বন্ধ স্থাপন করো তাহলে দেহের সম্বন্ধের থেকে তোমাদের বুদ্ধি পৃথক হয়ে যাবে ।

গীত :- কত মিষ্টি, কত প্রিয় আমাদের শিব ভোলা ভগবান .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কার মহিমা শুনলে ? বাচ্চারা তাদের বেহদের বাবার মহিমা শুনছে । তাঁকেই বলা হয় শিব বাবা । ব্রহ্মাকেও কিন্তু বাবা বলা হয় । তিনি প্রজাপিতা অর্থাত্ সকল মানুষের পিতা। তাই পিতা মানেই হল বাবা । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী । এখন তোমরাই তো বসে আছ । বরাবর তোমারই হলে ব্রহ্মার দত্তক নেওয়া সন্তান । শিববাবা আবার তোমাদের ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নিয়েছেন । শিব বাবার তো নিজের কোনো শরীর নেই । ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকরের কিন্তু নিজের শরীর আছে । নিরাকার পরমাত্মার কিন্তু কোনো আকারী বা সাকারী শরীর নেই । তাঁকে পরমপিতা বলা হয় । প্রজাপিতাকে পরমপিতা বলা হয় না । পরমপিতার অর্থই হল অনেক ঊর্ধে থাকা একজন । তোমরা আত্মারাও আসলে সেখানকার অধিবাসী । ওই বাবা হলেন খুবই মিষ্টি ,তাই তাঁর জন্য এই মহিমা গাওয়া হয় যে ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা .....বলা হয় যিনি পড়াবেন তিনিও যেন তোমার মত গুণ সম্পন্ন হয় । ভাইও যেন তোমারই মতো হয় , বাবাও যেন তোমারই মতো হয় । যেমন লৌকিক বাবা তার সন্তানদের বর্সা বা সম্পত্তি দিয়ে থাকে । এখনকার বাচ্চারা তো বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পেয়ে থাকে কিন্তু তারা বাবার সম্পূর্ণ সেবাও করে না । স্ত্রী পেল(বিবাহ হল), তারপর সংসারে কিছু অশান্তি হল, সংসার আলাদা করে নিল। এখন তোমরা শিব বাবাকে নিজের সন্তান বানাও তাহলে তিনি তোমাদের এতো সেবা করবেন যে তোমরা ২১ জন্মের জন্য অনেক সুখী হতে পারবে । ঠিক আছে , সন্তানের পরিবর্তে শিব বাবাকে যদি তোমরা বাবার স্থান দাও তাহলেও শিব বাবা তোমাদের স্বর্গে সদা কালের জন্য সুখী করে দেবেন । শিববাবাকে যদি তোমরা সাজন বা প্রিয়তম বানাও তাহলে তিনি তোমাদের সুসজ্জিত করে স্বর্গের মহারাণী বানিয়ে দেবেন । দেহের সঙ্গে সঙ্গে দেহের সর্ব সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করো - কেননা এইসব সম্পর্ক তোমাদের দুঃখের কারণ হয়ে থাকে । আমি তোমাদের সুখই সুখ দেব । তোমরা দেখো, বাবা তোমাদের সঙ্গে খেলাও করেন । তোমরা ভাবো যে তোমরা ভাইয়ের সাথে খেলা করছ । বাবাকে যদি ভাইও বানাও তাহলেও তিনি সুখ দিয়ে থাকেন । তিনি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান । তাই সমস্ত সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে রেখেই

অন্য সব সম্বন্ধ তোমাদের ছাড়তে হবে । ব্যাস আমার তো এক শিব বাবা .....আমিই কল্পে কল্পে বাচ্চারা তোমাদের সামনে এসে তোমাদের সব দুঃখ থেকে মুক্ত করি এবং সর্বদার জন্য সুখী বানাই । এমন বাবার সঙ্গে তোমাদের বুদ্ধির যোগ রাখতে হবে আর তিনি নিজে ব্রাহ্মণ হয়ে এসেই আত্মাদের বিবাহের বাগদান করেন । তিনি হলেন এক নম্বর ব্রাহ্মণ । তোমাদের কতো সুন্দর নাম রাখেন । নাটক অনুসারে এই নাম রাখার প্রয়োজন হয়। কারণ তোমরা তোমাদের আত্মীয়দের ছেড়ে ঈশ্বরের আশ্রয়ে এসেছো। তাই তোমাদের নামও ততখানি আনন্দদায়ক হওয়া চাই । তোমরা স্মরণও করো যে হে পতিত - পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র বানাও । শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ কতো ভালোবাসে । তারা বলে শ্রীকৃষ্ণের মতো যেন স্বামী হয়, সন্তানও যেন শ্রীকৃষ্ণের মতনই হয় । এটাও তারা বোঝে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গের মালিক, তবুও তাঁকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে । এ হল ভুল । এইসব ভুলের নিবারণ করে বাবা তোমাদের ত্রুটিহীন বানান । স্বর্গে কিন্তু এই ধরনের ভুল কেউ করে না । এই ভুল করায় মায়া । স্বর্গে কোনো মায়া থাকে না । লক্ষ্মী -নারায়ণের ছবি দেখিয়ে তোমরা সকলকে বুঝিয়ে বলতে পারো । এনারাই ছিলেন স্বর্গের মহারাজা এবং মহারাণী । এনাদের এমন কে বানিয়েছেন ? অজ্ঞান অবস্থায় যদি কেউ অনেক ধন সম্পত্তির প্রাপ্তি করে ,তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে কে দিয়েছে ? সে বলে ভগবান দিয়েছে । বাবা তো দাতাই ,তিনি আমাদের বেহদের স্বরাজ্য দিয়ে থাকেন । তিনি আমাদের মন্দিরে পূজার যোগ্য বানান । বেহদের শিবালয়ে রাজত্ব করে ভক্তিমার্গে জড় চিত্রের শিবালয় বানানো হয় । সেই সময় দেবতারাও বাম মার্গে চলে যায় । পতিত মানুষদের কিন্তু কখনো দেবতা বলা হয় না । এখন তোমরা জানো যে তোমরা হলে দেব কুলের । তোমারই পূজ্য ছিলে আবার তোমরাই পূজারী । এখন আবার বরাবরের মতো পূজারী থেকে পূজ্য হতে চলেছো । তোমরা অর্ধেক কল্প পূজারী থাকো আবার অর্ধেক কল্প পূজ্য হও । আমি তো সর্বদা পূজ্য । ভক্তি মার্গে তোমরা আমাকে স্মরণ করো -আর আমি তোমাদের সেই স্মরণের ফল প্রদান করি । আমি তোমাদের বলি তোমরা নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা অনেক ফল প্রাপ্ত করবে । তোমাদের কি এই পুরোনো দুনিয়াতে থাকতে ভালো লাগে ? আমি তোমাদের সর্ব দিক থেকে সুখী করতে এসেছি । দুনিয়ার লোক তো তোমাদের দুঃখই দেয় । এখন আমি তোমাদের সুখের বর্সা বা সম্পত্তি দিচ্ছি । শিব বাবা কতোখানি মিষ্টি আর তোমাদের প্রিয় যে তোমরা তাঁকে স্মরণ করো আর বলো হে ভোলা ভান্ডারী আমাদের ঝুলি ভর্তি করে দাও । তোমরা জানো যে আমরা এই বিশ্বের মালিক হওয়ার যোগ্য বলে চিহ্নিত হয়েছি । বাবা অযোগ্যকে যোগ্য করে তোলেন ।রাজযোগ শিখিয়ে তিনি তিনি ২১ জন্মের জন্য মহারাণী বানান । তিনি শিক্ষা দেন যে উঁচু পদ পেয়ে তোমাদের নাম উজ্জ্বল করো । বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞান তো ক্রমানুসারেই হয়ে থাকে । যে যত পড়বে , ভালো বাচ্চারা বাবা মায়ের আজ্ঞাকারী হয়ে থাকে । তাহলে তোমরা যখন বেহদের বাবাকে পেয়েছো তাহলে তোমাদের কতোখানি আজ্ঞাকারী হওয়ার প্রয়োজন । বাবার নাম হলো কল্যাণকারী । তিনি নরককে স্বর্গে পরিণত করেন । তোমরা সেই স্বর্গের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছো । যত তোমরা শ্রীমতে চলবে তত সকলের উপর থেকে মমত্ব দূর করে ফেলতে হবে । তোমরা বলো , বাবা কি করে এই মমত্ব দূর করবো ? বাবা বলেন যে তোমরা আমাকে তত্বাবধায়ক (ট্রাস্টী) বানিয়ে নাও, তারপর আমার থেকে রায় নিতে থাকো কোন্ সময় কি করতে হবে । বাবা বলেন যে সব ছেড়ে দিলে তো সন্ন্যাসীদের মতো হয়ে যাবে । গৃহত্যাগের সন্ন্যাস তোমাদের করতে হবে না । আমি তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ার সন্ন্যাস করাই । সন্ন্যাসীরা বাড়ি ঘর ছেড়ে অনেক ক্ষতি করে দেয় । তবুও তারা যেহেতু পবিত্র থাকে তাই কিছু সাহায্য করতেই পারে । কিন্তু এমন নয় যে গুরু হয়ে কারোর সদ্গতি করে দিল । তারা কেবল পুরুষদেরই পবিত্র বানান । *বাবা তো পুরুষ , স্ত্রী উভয়কেই অপবিত্রতার

হাত থেকে রক্ষা করেন* । বাবা এই শিক্ষা দেন যে যদি তোমরা পবিত্র হয়ে দেখাতে পারো তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । স্বর্গে সকলেই সুখী থাকে । খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করবে, এনাকে তোমাদের বাচ্চা বানাবে তবেই তো বর্সা বা সম্পত্তির অধিকারী হবে । তোমরা যে যতটা দেবে আমিও ঠিক তার পরিবর্তে ততটাই দেবো । কিন্তু সে সবই স্বর্গে দেবো, এখানে নয় । তোমরা আমাকে যা যা দাও সে সবই আমি তোমাদের কাজেই লাগাই । আমি কিন্তু এই বিশ্বের মালিক হই না, তোমরাই হও । এই সমস্ত বড় বড় বাড়ি তোমাদের জন্যই তৈরী হয়েছে । এই যে প্রদর্শনী, এখানেও তোমরা বাচ্চারা সেবা করো, আমি আবার তোমাদেরই স্বর্গের মালিক বানাই । যত চাও তোমরা আমার থেকে নিয়ে নিতে পারো । আমাকে তোমরা উত্তরাধিকারী বানাও আর নাই বানাও । তোমরা তোমাদের নিজেদের বাচ্চাদের নিয়েই সুখী থাকো । পবিত্র থাকো আর এই এক শিব বাবাকেই স্মরণ করো তাহলেই অন্ত মতি সেই মতোই গতিই হবে । বাকি মিথ্যা মন্ত্র কোনো কাজেই আসবে না । আমি তোমাদের এই কল্যাণকারী মন্ত্র প্রদান করছি -- বাবা আর তাঁর বর্সা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করো । সন্তানের জন্ম হলে সে তো সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় । তোমরা জানো যে আমরা শিববাবার ছিলাম, আমরাই একদিন স্বর্গে রাজত্ব করেছিলাম আবার হারিয়েছিলাম । এখন বাবা বলছেন - আমাকে স্মরণ করো । তোমরা আমার হয়ে যাও,আমার হতে পারলে তোমাদের অনেক লাভ হবে । গুরু, গোঁসাই সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করো । আমি এঁর শরীরের দ্বারা আত্মাদের সাথে কথা বলি । বাবা এনার মধ্যেই প্রবেশ করেন । যেমন মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণকে খাইয়ে কোনো স্ত্রী মনে করে তার স্বামীর আত্মা এই ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রবেশ করেছে । মৃত শরীর তো আর আসতে পারে না । শিব বাবার তো নিজের শরীর নেই তাই তাঁকে অশরীরী বলা হয় । তোমরাও তেমন অশরীরী হও । দেহের অহংকার ত্যাগ করো । সমস্ত কল্প তোমরা দেহ অভিমানে ছিলে । একমাত্র সত্যযুগে আত্ম - অভিমানী ছিলে । তারপর আত্মার জ্ঞান ভুলে গিয়ে দেহ - অভিমানী হয়ে গিয়েছিলে । প্রথমে তোমরা খুশীর সঙ্গে শরীর ধারণ করতে আবার শরীর ত্যাগও করতে তোমাদের কোনো অসুবিধাই ছিলো না । আত্মারা অনাদি পার্ট পেয়েছে । স্বর্গে কান্নার কোনো চিহ্নই থাকে না । এখন তোমরা এই ৬৩ জন্ম ধরে দুঃখে থাকতে থাকতে সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে পড়েছো । এখন আবার নিজেকে আত্মা মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো, অন্য কোথাও গেলে দেখবে অমুক সন্ন্যাসী তোমাদের বেদ শাস্ত্র শোনাচ্ছেন । এখানে নিরাকার পরমাত্মা তো কোনো শাস্ত্র পড়েন না । তিনি সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার শোনান । এই শাস্ত্র পড়তে পড়তেই তোমরা পতিত হয়ে পড়েছো, তখনই তোমরা ডাকতে থাকো হে সদ্গতিদাতা, মুক্তেশ্বর, পাপ কাটেশ্বর এসো । আচ্ছা, বাবা তো এসেছেন । তিনি বলেন তোমরা আমার মতে চলো তাহলেই উঁচু পদ পাবে । এই হলো শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মত । বাবাই হলেন শ্রী শ্রী, যিনি এসেই ভ্রষ্ট আচরণসম্পন্ন মানুষদের শ্রেষ্ঠ আচারণসম্পন্ন মানুষে পরিণত করেন । তোমরা জানো যে এখানে প্রত্যেকেই নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে । এই সৃষ্টিচক্র ঘুরতেই থাকে । না আত্মার বিনাশ হয়, না তার এই পার্টের বিনাশ হয় । এই খেলা সম্পূর্ণ বানানো, এর থেকে কেউই মুক্ত হতে পারবে না । বাবা বলেন যে আমিও এই পতিত শরীরে এসে তোমাদের সেবা করি । আমিই তোমাদের স্বর্গসুখ দিয়ে থাকি । তারপর তোমরা কতো হীরে জহরতের মন্দির বানাও আর সেখানে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করো । আর এখন আমি যখন তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি তখন কেউই আমাকে চিনতে পারে না । তারা আমাকে ত্যাগ করে । তোমাদের সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । বাবা কিভাবে এই স্বর্গের স্থাপন করেন, এ কতো সহজ কথা । মায়া তো আসবেই, তোমাদের কাজ হলো এই মায়াকে দূর করা । যাতে শিববাবা ছাড়া আর কেউই স্মরণ না আসে । এক বা আধ মুহূর্ত..... বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করো । অবশেষে অন্ত মতি সেই অনুযায়ী গতি হয়ে যাবে । যদি বুদ্ধি অন্য

কোথাও জুড়ে থাকে তাহলে অনেক সাজা খেতে হবে । যেমন কাশীতে লোকে কুয়োতে ঝাঁপ দেয় (কাশী কলবট), একে জীবঘাত বলা হয় । আত্মা জীবেরই ঘাতক হয়ে যায় । কিন্তু আত্মার ঘাত হয় না । আত্মা তো অমর । এইসব কথা ধারণ করে বাবার স্মরণে থাকতে হবে, সবার থেকে মমত্ব দূর করতে হবে । এই শরীর পুরানো তাই সাক্ষী হয়েই থাকতে হবে । এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এখানে কোনো আনন্দই নেই । ভূমিকম্পে সবাই মারা যাবে । তাই মারা যাবার আগে নিজের স্থিতিকে ভালো করতে হবে ।

তোমরা সকলে হলে শিব শক্তি । পুরুষ - নারী উভয়েই পরিশ্রম করে শিব বাবার থেকে শক্তি নেবার জন্য । মায়েদের নাম অনেক বেশী হয় । তোমরা সকলেই হলে কন্যা । ব্রহ্মাকুমারীদের মধ্যে কন্যাও যেমন আছে, তেমনই অধরকুমারীরাও (বিবাহিতা হলেও কুমারী) আছে । তারা নির্বিকারী থাকে । যেমন ভীষ্ম পিতামহের নামে গায়ন আছে । এমনও অনেকে আছে যারা ছোটবেলা থেকেই ব্রহ্মচারী থাকে । বাবা যে কাজ ৫ হাজার বছর আগে করে গিয়েছিলেন, সেই কাজই এখন করছেন । এই মন্দিরও এখন ভেঙ্গে যাবে আবার ভক্তি মার্গে তৈরী হবে । এই সমস্ত কথা ধারণ করতে হবে । এই সমস্ত কথা নিজের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে । একেই বলা হয় বিচার সাগর মন্থন করা । ভগবানুবাচঃ "আমিই তোমাদের নর থেকে নারায়ণ বানাই" । কোনো মানুষই এই জ্ঞান দিতে পারে না । এই ব্রহ্মা বাবার আত্মাও এই কথা শুনছে । তোমরা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে এই কথা ভুলে যাও । কচ্ছপ, ভ্রমরীর উদাহরণ তোমাদের জন্যই । বাবার পরিচয় সবাইকে দিতে হবে । শিবের কার্যকলাপ না জেনে তাঁর পুজো করা - এ ঠিক নয় । আমরাও একসময় পূজা করতাম কিন্তু এখন তাঁর পরিচয় জানি । শিববাবা আমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করছেন । বাবা বলেন যে "তোমরা এই দুনিয়ার কড়ির পিছনে কেন ছুটে মরছো, এ সবকিছুই ভস্ম হয়ে যাবে । নাতি,নাতনি কেউই আর থাকবে না । সকলেই মারা যাবে । তোমরাই হলে কল্যাণকারী বাবার সন্তান, তোমরাও হলে সকলের কল্যাণকারী" । আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবাকে নিজের ট্রাস্টী(তত্বাবধায়ক) বানিয়ে সকলের থেকে মমত্ব দূর করতে হবে । বেহদের শিব বাবার আজ্ঞাকারী হতে হবে ।

২) ধর্মরাজের কড়া সাজার থেকে বাঁচার জন্য নিজের স্থিতি এমন বানাতে হবে যে অন্তিম সময়ে এক বাবা ছাড়া অন্য কেউই যেন স্মরণে না আসে । তোমাদের বুদ্ধি যেন কোথাও জুড়ে না থাকে।

বরদান :- চারটি বিষয়েই প্রতিদিন কোনো না কোনো নতুনত্বের অনুভবকারী তীব্র পুরুষার্থী হও ।

জ্ঞানে নতুনত্বের অর্থ হল বুঝদার হয়ে চলা অর্থাত্ নিজের মধ্যে যে দুর্বলতা আছে তার বিনাশ করা । যোগের প্রয়োগে নতুনত্বের অর্থ হল যোগের অনুপাতকে বাড়ানো । এমনভাবেই চারটি বিষয়েই

নতুনত্ব হল নিজের প্রগতিতে নতুনত্ব, বিধিতে নতুনত্ব, প্রয়োগে নতুনত্ব, সেবায় নতুনত্ব, অন্যকে সহযোগী বানানোর অনুপাত বাড়ানোর নতুনত্বের অনুভব করা, অর্থাত্ তীব্র পুরুষার্থী হওয়া, এতেই বাবার সমীপতার অনুভব করবে ।

স্লোগান :- পবিত্রতার অথরিটিই হল সবথেকে বড় পার্সোনালিটি ।